

সুনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নম্বরঃ ১৩৪২

২/ সালাত (নামায) (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩২১. রাতের (তাহজুদ) নামায সম্পর্কে।

باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

আরবী

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِي بِهَا، فَأَشْتَرِي بِهِ السِّلَاحَ وَأَغْزُو، فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةً أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَثْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ النَّاسِ بِوَثْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . فَأَتَيْتُهَا فَاسْتَتَبَعْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَأَبَى فَنَاشَدْتُهُ فَاَنْطَلَقَ مَعِي، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا قَالَ : حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ . قَالَتْ : وَمَنْ مَعَكَ قَالَ : سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ : هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : نِعَمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا . قَالَ قُلْتُ : يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ . قَالَ قُلْتُ : حَدِّثِينِي عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) قَالَ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةِ نَزَلَتْ، فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَحُبِسَ خَاتِمُهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ نَزَلَ آخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . قَالَ قُلْتُ : حَدِّثِينِي عَنْ وَثْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَةً أُخْرَى، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ

لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَيَّ، وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يُتِمُّهَا إِلَى الصَّبَاحِ، وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ قَطُّ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ . فَقَالَ : هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْحَدِيثُ، وَلَوْ كُنْتُ أَكَلِمَهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى أَشَافِهَا بِهِ مُشَافَهَةً . قَالَ قُلْتُ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَكَلِّمُهَا مَا حَدَّثْتُكَ .

বাংলা

১৩৪২. হাফস ইবন উমার (রহঃ) সা'দ ইবন হিশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর (বসরা) হতে মদীনায আমার যে যমীনটি ছিল, তা বিক্রয় করে যুদ্ধস্ত্র খরিদের উদ্দেশ্যে মদীনায গমন করি এবং এ কাজে আমার উদ্দেশ্য ছিল (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ঐ সময়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন তাঁরা বলেনঃ আমাদের মধ্যকার ছয় ব্যক্তিও তোমার ন্যায় স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা করেছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং ইরশাদ করেনঃ “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে।”

রাবী বলেনঃ অতঃপর আমি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর খিদমত উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিতির নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাস করি। তিনি বলেনঃ এসম্পর্কে যিনি সবচাইতে অভিজ্ঞ আমি তোমাকে তাঁর ঠিকানা প্রদান করছি। কাজেই তুমি এব্যাপারে জানার জন্য আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন কর। তখন আমি তাঁর নিকট গমনের জন্য ইবন আফলাহকে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এমতবস্থায় আমি তাঁকে আল্লাহর নামে শপথ প্রদান করে আমার সাথে যেতে অনুরোধ করি। তখন হাকীম ইবন আফলাহ আমাকে নিয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গমন করে সাক্ষাৎের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন।

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেনঃ কে? জবাবে তিনি বলেনঃ (আমি) হাকীম ইবন আফলাহ। তখন তিনি বলেনঃ তোমার সঙ্গী কে? আমি বলিঃ সা'দ ইবন হিশাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ ঐ হিশাম না কি, যিনি ওহোদের যুদ্ধে মারা যান? তখন হাকিম বলেনঃ হ্যাঁ। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ হিশাম ইবন আমের তো অত্যন্ত ভালো লোক ছিল। তখন সাদ বলেনঃ হে উম্মুল মুমেনীন! আপনি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পুত্রঃ চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ তুমি কুরআন পাঠ কর না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন মুকুরই ছিল কুরআন।

আমি তাঁকে বলিঃ আপনি তাঁর রাত জাগরন সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ তুমি কি সূরা মুযযামমিল পাঠ কর

নাই? জবাবে আমি বলিঃ হ্যাঁ। তিনি (আয়েশা) বলেনঃ এই সূরায় প্রথমমাংশ যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ দীর্ঘ বারটি মাস সারা রাত এমনভাবে দাঁড়িয়ে (নামায়ে) কাটাতেন যে, তাঁদের পা ফুলে যেত। অতঃপর ঐ সূরার শেষমাংশ অবতীর্ণ হলে, এই রাত্রির দাঁড়ান (অবস্থা) ফরয হতে নফলে পরিবর্তিত হয়।

অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিতির নামায পাঠ সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি ইরশাদ করেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে প্রথম নয় রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির হিসাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন অতঃপর তিনি বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। কাজেই হে প্রিয় বৎস! এটাই তাঁর সর্বমোট এগার রাকাত নামায পাঠের বর্ণনা।

অতঃপর বয়োবৃদ্ধির কারণে তিনি সাত রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। হে বৎস। এটাই তার নয় রাকাত নামায আদায়ের বর্ণনা। তিনি আরো বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থেকে কোন সময়ই ইবাদত করেন নাই এবং তিনি এক রাতে কুরআন খতম কোন সময়ই করেন নাই এবং রমযান ব্যতীত অন্য মাসে তিনি সারা মাস রোযা রাখেন নাই এবং যখন তিনি কোন নামায আদায় করা শুরু করতেন, তখন তিনি তা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। আর রাত্রিতে যখন তিনি কোন কারনবশত নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, তখন তিনি দিনের বেলা ঐ বার রাকাত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেনঃ অতঃপর আমি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর নিকট গমন করে এরূপ বর্ণনা করায় তিনি বলেনঃ আল্লাহর শপথ! এটাই আসল হাদীস। আমি যদি তাঁর (আয়েশা) সাথে আলাপ করতাম তবে এব্যাপারে আমি সরাসরি তাঁর সাথে বাক্যবিনিময় করতাম। অতঃপর রাবী বলেনঃ যদি আমি জানতাম যে, আপনি তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেন তবে এটা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করতাম না। (মুসলিম, নাসাঈ)।

English

Narrated Sa'd bin Hisham:

I divorced my wife. I then came to Medina to sell my land that was there so that I could buy arms and fight in battle. I met a group of the Companions of the Prophet (ﷺ). They said: Six persons of us intended to do so (i.e. divorce their wives and purchase weapons), but the Prophet (ﷺ) prohibited them. He said: For you in the Messenger of Allah there is an excellent model. I then came to Ibn 'Abbas and asked him about the witr observed by the Prophet (ﷺ). He said: I point to you a person who is most familiar with the witr observed by the Messenger of Allah (ﷺ). Go to 'Aishah. While going to her I asked Hakim b. Aflah to accompany me. He refused, but I adjured him. He, therefore, went along with me. We sought permission to enter upon 'Aishah.

She said: Who is this ? He said: Hakim b. Aflah. She asked: Who is with you ? He replied: Sa'd b. Hisham. She said: Hisham son of 'Amir who was killed in the Battle of Uhud. I said: Yes. She said: What a good man 'Amir was! I said: Mother of faithful, tell me about the character of the Messenger of Allah (ﷺ). She asked: Do you not recite the Quran ? The character of Messenger of Allah (ﷺ) was the Qur'an. I asked: Tell me about his vigil and prayer at night. She replied: Do you not recite: "O thou folded in garments" (73:1). I said: Why not ?

When the opening of this Surah was revealed, the Companions stood praying (most of the night) until their feet swelled, and the concluding verses were not revealed for twelve months from heaven. At last the concluding verses were revealed and the prayer at night became voluntary after it was obligatory. I said: Tell me about the witr of the Prophet (ﷺ). She replied: He used to pray eight rak'ahs, sitting only during the eighth of them. Then he would stand up and pray another rak'ahs. He would sit only after the eighth and the ninth rak'ahs. He would utter salutation only after the ninth rak'ah. He would then pray two rak'ahs sitting and that made eleven rak'ahs, O my son. But when he grew old and became fleshy he observed a witr of seven, sitting only in sixth and seventh rak'ahs, and would utter salutation only after the seventh rak'ah. He would then pray two rak'ahs sitting, and that made nine rak'ahs, O my son. The Messenger of Allah (ﷺ) would not pray through a whole night, or recite the whole Qur'an in a night or fast a complete month except in Ramadan. When he offered prayer, he would do that regularly. When he was overtaken by sleep at night, he would pray twelve rak'ahs.

The narrator said: I came to Ibn 'Abbas and narrated all this to him. By Allah, this is really a tradition. Has I been on speaking terms with her, I would have come to her and heard it from her mouth. I said: If I knew that you were not on speaking terms with her, I would have never narrated it to you.

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন □ বর্ণনাকারী: সা'দ ইবন হিশাম (রহঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=33221>

📖 হাদিসবিডি প্রজেক্টে অনুদান দিন